كِتَابُ الطَّهَارَة

أحكام في الحيض

Topic: Rules Of Menstruation

Speaker: Ariful Islam

كتاب الطهارة

Topic: Purification كتاب الطهارة: Introduction To Purification and Kind Of Purification

Topic: Purification كتاب الطهارة: Ruling Regarding Waters

Topic: Purification كتاب الطهارة: Etiquettes Of Toilets.

Topic: Purification كتاب الطهارة: Rules Of Nasajat

Topic: Purification كتاب الطهارة: Rules Of Ablotion.

Topic: Purification: كتاب الطهارة : Rules Of Washing

Topic: Purification كتاب الطهارة: Rules Of Tayammum

Topic:Purification كتاب الطهارة : Rules Of Menstruation, NIFAS & ISTIHAJA

TABLE OF CONTENTS

হায়েযের প্রেক্ষাপট # কুরআন-হাদীস # অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ

হায়েযের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

হায়েযের রং # হায়েযের সময়

হায়েযের স্থায়িত্বকাল # হায়েযের আহকাম # বিবিধ

কোরআন-হাদীসে হায়েয সংক্রান্ত আহকাম

‘আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না (সঙ্গম করবে না), যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।” (বাক্বারা ২২২)

عن أنس رض : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلعم فقال " اصنعوا كل شيء إلا النكاح "

হায়েযের সময় সঙ্গম ব্যতিরেখে তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) যা ইচ্ছা তা করো (মুসলিম শরীফ)

إِنَّ هذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلى بَنَاتِ آدَمَ،

এটি এমন একটি বিষয়, যা আল্লাহ সর্বকালে; আদম আ. মেয়ে সন্তানদের উপর আরোপিত করেছেন। (বুখারি ১১৫)

বি.দ্র: বিস্ময়কর রহস্যঃ

পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি মানুষ ও প্রাণী আহার্য্য সংগ্রহ করে থাকে, বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্য খেয়ে জীবন যাপন করে, কিন্তু মেয়ের গর্ভে অবস্থানরত বাচ্চার পক্ষে সে ধরনের খাদ্য বা আহার্য্য গ্রহণ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় এবং কোন দয়া পরবশ মানুষের পক্ষেও গর্ভস্থ বাচ্চার নিকট খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। ঠিক এমনি মুহূর্তে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা‘য়ালা নারী জাতির মাঝে রক্ত প্রবাহের এমন এক আশ্চর্য ধারা স্থাপন করেছেন, যার দ্বারা মায়ের গর্ভে অবস্থানরত বাচ্চা মুখ দিয়ে খাওয়া এবং হজম করা ছাড়াই আহার্য্য গ্রহণ করে থাকে। উক্ত রক্ত নাভির রাস্তা দিয়ে বাচ্চার শরীরে প্রবাহিত হয়ে শিরাসমূহে অনুপ্রবেশ করে এবং বাচ্চা এর মাধ্যমে আহার্য্য গ্রহণ করে। নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। এটাই হতে পারে হায়েয সৃষ্টির মূল রহস্য এবং এ কারণেই যখন কোন মেয়েলোক গর্ভবতী হয় তখন তার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম হয়ে হায়েয দেখা দেয় যা ধর্তব্য নয়। তেমনিভাবে খুব কম ধাত্রীর হায়েয হয়ে থাকে, বিশেষ করে প্রসবের প্রাথমিক অবস্থায়।

Menstruation in bible

Old Testament: Leviticus 15:19-23

19 “Whenever a woman has her menstrual period, she will be ceremonially unclean for seven days. Anyone who touches her during that time will be unclean until evening.

20. Anything on which the woman lies or sits during the time of her period will be unclean.

21. If any of you touch her bed, you must wash your clothes and bathe yourself in water, and you will remain unclean until evening.

22 . If you touch any object she has sat on, you must wash your clothes and bathe yourself in water, and you will remain unclean until evening.

23. This includes her bed or any other object she has sat on; you will be unclean until evening if you touch it.

হায়েযের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

হায়েযের আভিধানিক অর্থ হলো: প্রবাহিত হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায়: নির্দিষ্ট সময়ে নারীর জরায়ূর গভীর থেকে কোনো অসুখ ও আঘাত ব্যতীত যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকেই হায়েজ বলা হয় । (বাদাইয়ুস সানায়া)

হায়েযের রং

হায়েজের রক্তের রং কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন: লাল, কালো, সবুজ, গাঢ় হলুদ, হালকা হলুদ, ঘোলাটে, মেটে। (শরহে বেকায়া ১/১১৪)

হায়েযের সময় # হায়েযের স্থায়িত্বকাল

হায়েযের বয়স: সর্বনিম্ন ৯ বছর বয়স থেকে শুরু হতে পারে এর আগে হয়না। ৯ বছরের আগে হলে ইস্তিহাযা বলে বিবেচিত হবে। আর সর্বশেষ ৫৫ বছর পর্যন্ত এটি হতে পারে । কোন কোন ফুকাহা বলেছেন ৬৫ বছর পর্যন্ত। (ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া ১/৫৩২)

হায়জের চলাকালীন স্থায়ীত্বকাল: সর্বনিম্ন সময় হলো তিনদিন তিনরাত। এর চেয়ে কম হলে সেটা হবে ইসতিহাজা। তার সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো দশদিন। এর অতিরিক্ত হবে ইসতিহাজা। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- কুমারী ও বিবাহিতা নারীর হায়েযের সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো তিনদিন ও তিনরাত এবং তার সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন। (তাবরানী শরীফ ১/৫৯৯ বাদাইয়োস সানায়া ১/৪০)

এক নজরে হায়েযের আহকাম

বিস্তারিত আহকাম

(১) নামাযঃ

ঋতুবতী মহিলার জন্য ফরয হোক আর নফল হোক সকল প্রকার নামায পড়া নিষিদ্ধ। যদি পড়া হয় তাহলে সে নামায শুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে ঋতুবতী মহিলার জন্য নামায ওয়াজিব নয়।

কোন মহিলা যদি ওয়াক্তের শেষ দিকে হায়েযওয়ালি হয়; তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায তার উপর ওয়াজিব নয়। কোন কোন ফুকাহা বলেছেন পূর্ণ এক রাক'আত পড়তে পারে এতটুকু সময় যদি পেয়ে যায় তাহলে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত ওয়াক্তের নামায কাযা করা ওয়াজিব।

পবিত্র হওয়ার পর যদি 'আল্লাহ আকবার' বা তাকবীরে তাহরীমা পরিমান সময় পেয়ে যায়; তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায তার উপর ওয়াজিব। কোন কোন ফুকাহা বলেছেন কোন ওয়াক্তের পূর্ণ এক রাক'আত পড়তে পারে এতটুকু সময় যদি পেয়ে যায় তাহলে উক্ত ওয়াক্তের নামায কাযা করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সে সময়টুকু ওয়াক্তের প্রথম দিক হোক অথবা শেষ দিক হোক, কোন পার্থক্য নেই।

(২) রোযাঃ

ঋতুবতী নারীর পক্ষে ফরয-নফল সর্ব প্রকার রোযা রাখা হারাম এবং রোযা রাখা তার জন্য জায়েয হবে না। কিন্তু ফরয রোযার কাযা তার উপর ওয়াজিব। কেননা আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ

كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ, تَعْنِيْ الْحَيْضَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

অর্থঃ (আমাদের যখন রক্তস্রাব হতো তখন আমাদেরকে শুধু রোযার কাযা করার আদেশ দেয়া হতো। কিন্তু নামাযের কাযা করার আদেশ দেওয়া হতো না।) [বুখারী ও মুসলিম]

(৩) কা'বা শরীফের তওয়াফঃ

ঋতুবতী নারীর জন্য কা'বা শরীফের ফরয ও নফল তওয়াফ করা হারাম। যদি করা হয় তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার পর রাসূল সা. তাঁকে বলেছিলেনঃ

افْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَّ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ

অর্থঃ (পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি কা'বা শরীফের তওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজগুলো করে যাও।) এ হাদীসে নাবী সা. হায়েয চলাকালীন অবস্থায় আয়েশা রাযি. তওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন।

(৪) কোরআন কারীম তেলাওয়াত করা এবং গিলাফ ছাড়া স্পর্শ করা।

হাদীস: তিরমিযী শরিফ হাদীস নং ১৩১

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف

(৫) মসজিদে ঋতুবতী নারীর অবস্থানঃ

ঋতুবতী নারীর মসজিদে এমনকি ঈদগাহে নামাযের স্থানে অবস্থান করা হারাম।তবে প্রয়োজনে মসজিদের ভেতর দিয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজন মিটাতে পারে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে "খুমরা" আনতে বললে তিনি বলেন, ওটা তো মসজিদে আছে, আর আমি ঋতুগ্রস্ত। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমার ঋতুস্রাব তো তোমার হাতে লেগে নেই।" সুতরাং মসজিদে রক্তবিন্দু পড়বে না মর্মে আশংকামুক্ত থাকা অবস্থায় ঋতুবতী মসজিদ দিয়ে গেলে কোন সমস্যা নেই। তবে যদি সে মসজিদে ঢুকে বসতে চায়, তাহলে তা জায়েয হবে না।

1. 'খুমরা' হচ্ছে জায়নামায-যার উপর মুছল্লী সেজদা করে থাকে। আর এটাকে খুমরা (আচ্ছাদন) বলা হয় এই কারণে যে, উহা সেজদার সময় চেহারা ঢেকে রাখে।

(৬) স্ত্রীর সাথে সঙ্গম

রক্তস্রাব চলাকালীন অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা স্বামীর জন্য যেমন হারাম ঠিক তেমনি ঐ অবস্থায় স্বামীকে মিলনের সুযোগ দেওয়াও স্ত্রীর জন্য হারাম। এ হুকুমটি সরাসরি পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। (বাক্বারা ২২২)

(৭) তালাকঃ

রক্তস্রাব অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া স্বামীর জন্য হারাম। কেননা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ

অর্থঃ "হে নাবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও।" [সূরা আত-তালাকঃ ১]

(৮) গোসল করা ওয়াজিব প্রসঙ্গঃ

ঋতুবতী মহিলার যখন ঋতুস্রাব বন্ধ হবে তখন গোসলের মাধ্যমে পুরো শরীরের পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব।

নামাযের ওয়াক্ত চলাকালে ঋতুস্রাব বন্ধ হলে ঋতুবতী মহিলার উপর তাড়াতাড়ি গোসল করা ওয়াজিব, যাতে উক্ত নামাযকে তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলা যদি সফরের অবস্থায় থাকে এবং সঙ্গে পানি না থাকে অথবা সাথে পানি আছে কিন্তু ব্যবহার করলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে অথবা অসুস্থতা জনিত কারণে ব্যবহার করলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে তাহলে এমতাবস্থায় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নিবে।

বিবিধ ১

দু'টি শর্ত সাপেক্ষে হায়েয প্রতিরোধ করে এমন ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয

১ম শর্তঃ ঔষধ ব্যবহারে কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা না থাকা। যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কেননা পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى﴾ অর্থঃ "তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংস করো না।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯৫] এমনিভাবে আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেছেনঃ

﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

অর্থঃ "তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি দয়ালু।" [সূরা আন-নিসাঃ ২৯]

আর এ ধরনের ঔষধ ব্যবহারের পূর্বে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এজাতীয় ঔষধ সেবনের কারণে কারও শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

২য় শর্তঃ হায়েয বা রক্তস্রাবের সাথে স্বামীর যদি কোন ব্যাপার সম্পৃক্ত থাকে তাহলে অবশ্যই তার অনুমতি নিয়েই ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। যেমন স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দতের অবস্থায় আছে বা ইদ্দত পালন করে চলছে এবং ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব। এমতাবস্থায় ইদ্দতকাল দীর্ঘ করে ভরণ-পোষণ বেশী পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি স্ত্রী হায়েয প্রতিরোধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করতে চায় তাহলে এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বমীর অনুমতি নিতে হবে। স্বামী অনুমতি দিলে করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না।

এমনিভাবে যখন প্রমাণিত হবে যে, হায়েয রোধ করলে স্ত্রীর গর্ভ ধারণ করা সম্ভব নয় তাহলে তখনও ঔষধ ব্যবহারে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।

উপরোক্ত দু'টি শর্ত মোতাবেক হায়েয প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয। মনে রাখতে হবে, জায়েয হওয়ার পরেও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে ব্যবহার না করাই উত্তম এবং শ্রেয়। কেননা প্রাকৃতিক বিষয়কে তার স্বগতিতে ছেড়ে দেওয়া শারীরিক সুস্থতার জন্য ভাল। (আদ্দিমায়ুত্ তাবিয়িয়্যাহ লিন্নিসা: শায়খ সালেহ আল উসাইমিন)

হায়েয আনয়নের জন্য ঔষধের ব্যবহারও দু'টি শর্ত মোতাবেক জায়েযঃ

১ম শর্তঃ কোন ফরয বা ওয়াজিব কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঔষধ ব্যবহার না করা। যদি এমনটি হয়ে থাকে অর্থাৎ কোন ফরয বা ওয়াজিব পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যদি ঔষধ ব্যবহার করতে চায় তাহলে তা নাজায়েয হবে। যেমন রমাযান মাস আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হায়েয আনয়নের জন্য ঔষধ ব্যবহার করা, যেন নামায এবং রোযা আদায় করা থেকে বেঁচে যায়, তাহলে তা কখনোই জায়েয হবে না।

২য় শর্তঃ স্বামীর অনুমতিক্রমে ব্যবহার করতে হবে। কেননা হায়েয আসলে স্বামী পূর্ণাঙ্গরূপে স্ত্রী থেকে উপকৃত হতে পারে না বা নিজের কামভাব চরিতার্থ করতে পারে না। সুতরাং স্বামীর অনুমতি ছাড়া এমন কিছু ব্যবহার করা স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে না ; যার কারণে স্বামী নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যদিও স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়ে থাকে তারপরেও স্বামীর অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা স্বামীর যদি তালাক প্রত্যাহার করার ইচ্ছা থাকে তাহলে স্ত্রী এ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করে হায়েয নিয়ে আসলে স্বামীর অধিকার দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

বিবিধ ২

- একজন নারী তার পবিত্রতা দুটো চিহ্নের যে কোনো একটির মাধ্যমে জানতে পারে:

(১) শ্বেতস্রাব (আল-ক্বাসসাতুল বাইদ্বা'): আর তা হল একধরনের সাদা তরল পদার্থ যা জরায়ু থেকে বের হয়, এটি পবিত্রতার একটি চিহ্ন।

(২) পূর্ণ শুষ্কতা: যদি কোনো নারীর এই শ্বেতস্রাব না আসে, সেক্ষেত্রে সে রক্ত বের হওয়ার স্থানে সাদা তুলো প্রবেশ করাবে, তা যদি পরিষ্কার অবস্থায় বের হয় তবে সে জানবে যে সে পবিত্র হয়ে গেছে, এরপর সে গোসল করে সালাত আদায় করবে।

আর যদি সে তুলো লাল, হলুদ ও খয়েরী রঙ এর বের হয় তাহলে সে সালাত আদায় করবে না।

আর মহিলা সাহাবীগণ, ''আয়েশাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর কাছে পাত্রে করে তুলো পাঠাতেন যাতে হলদে রঙ (এর স্রাব) থাকতো। তিনি 'আয়েশাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন ''আপনারা শ্বেতস্রাব না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবেন না।''

- সাদা স্রাবের অপেক্ষা করে নামায বন্ধ রাখা যাবে না । বরং যখন স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী ব্লাড বন্ধ হবে (অর্থাৎপ্রতি মাসে যে তারিখে বন্ধ হয়) তখন থেকেই পবিত্র হয়ে নামায পড়া শুরু করবে । তবে সতর্কতার জন্য যেই ওয়াক্তে হায়েজ বন্ধ হবে ঔ ওয়াক্তের নামাযকে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করবে ।

- **যদি হায়েজের রক্ত নিয়মমাফিক বন্ধ হলে যেমন একদম বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি যদি প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সময় যেমন ৫ দিনের আগে ও ৩দিনের পর যদি রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর গোসল করে নামায পড়ে নিবে। ধরা হবে তার হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে।**

কিন্তু যদি এমনভাবে বন্ধ হয় যে, যা দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, রক্ত একদম বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে হায়েজ বন্ধ হয়নি বলেই ধর্তব্য হবে। নামায পড়া লাগবে না।

৪দিন পর বন্ধ হোক বা ৬দিন পর বন্ধ হোক, যেদিনই যে সময়ই ১০ দিনের মাঝে রক্ত বন্ধ হোক না কেন, যদি গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বলার সুযোগ থাকে তাহলে উক্ত ওয়াক্তের নামায সে মহিলার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। তবে গোসল করতে নামাযের মুস্তাহাব সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত হায়েজ ফিরে আসে কি না; এজন্য অপেক্ষা করা জায়েজ আছে।